# বনবিবির পালা

**একটি খোঁজ**

A

PROJECT REPOART

BY

SARTHAK ROY

**বিষয়:** বনবিবির পালা (তথ্য আলোচনা)

**গবেষক:** সার্থক রায়

**বিভাগ:** বিশ্বভারতী নাটক এবং নাট্যকলা বিভাগ

**তত্ত্বাবধানে:** অধ্যাপক ড: বিপ্লব বিশ্বাস(সংগীত ভবন)

**বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,শান্তিনিকেতন**

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি অত্যন্ত আন্তরিক চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের যাঁদের ঐকান্তিক সাহায্য ছাড়া আমার এই গবেষণার কাজটি করা অসম্ভব ছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ভবনের নাটক ও নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক ড: বিপ্লব বিশ্বাস মহাশয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক ড: অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়, ড: মৃত্যুঞ্জয় প্রভাকর, শ্রী রাজেশ কুমার ভেনুগোপাল মহাশয়কে,একইসঙ্গে যারা আমাকে ক্ষেত্র পরীক্ষায় সাহায্য করেছে ;নাট্যকলা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সুদীপ মহাপাত্র এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিভাগে প্রথম বর্ষের ছাত্রী সৃজনী কোটাল। সুন্দরবনের বকখালির বনবিবির মন্দিরের পুরোহিত এবং সুন্দরবন অঞ্চলের এক পালাকার শ্রী বিভূতি মন্ডলকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গবেষণার কাজে আমার সহপাঠী বন্ধু শ্রীজীব গোস্বামী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। আমার বাবা শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায় ও মা টুটুল রায় আশীর্বাদ ছাড়া এই কাজটি করা একেবারেই সম্ভব ছিল। এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাঁরা আমাকে এই কাজে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১| | ভূমিকা | 04 |
| ২| | পালার সংক্ষিপ্ত পরিচয় | 05 |
| ৩| | বনবিবির উৎপত্তির ইতিহাস ও ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান | 08 |
| ৪| | বনবিবির উপাখ্যান | 09 |
| ৫| | লেখকের কথা | 12 |
| ৬| | তথ্যসূত্র ও চিত্রসূত্র | 13 |

## ১|ভূমিকা:

'Mouaal', the honey collector of Sundarban

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গা,মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ব-দ্বীপ 'সুন্দরবন'। অষ্টাদশ শতকের বৃহত্তর সুন্দরবনের সীমানা বাংলাদেশের খুলনা,সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা উত্তর২৪পরগনা ও দক্ষিণ ২৪পরগনা,এমনকি কলকাতা পর্যন্ত বৃস্তিত ছিল। ইতিহাসবিদ্ মহাশয় সতীশ চন্দ্র মিত্রের "যশোর খুলনার ইতিহাস" বইয়ের তথ্য অনুযায়ী;আনুমানিক ১৫০০ সালের কাছাকাছি সময় সুন্দরবনকে 'আঠারোটি অঞ্চলেরভাটি বা জোয়ারের দেশ'ও বলা হত। এই অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন জীবিকার মধ্যে অন্যতম প্রধান কয়েকটি জীবিকা হল-বন থেকে মধু সংগ্রহ করা (তাদের মৌয়াল বলা হয়),কাঠ সংগ্রহ করা (এই সম্প্রদায়ের মানুষকে বাওয়ালী বলা হত)

'Baoaalee', the wood collectors in Sundarban Mangrove Forest.

ও মাছ শিকার(মৎস্যজীবী)। সুন্দরবনের সুন্দরতা যেমন প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি;একইভাবে এই সুন্দরের মধ্যেও নানা বিভীষিকা বিদ্যমান! তার মধ্যে অন্যতম বাঘ ও কুমির। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেতে নানান দেবদেবীর সহায় হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম কিছু মাত্র নেই। সুন্দরবনের মৌয়াল সম্প্রদায় ও বাওয়ালী সম্প্রদায় মধু সংগ্রহ করার জন্য গভীর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে প্রবেশ করেন। (**ছবি১**)

The Local Fisherman at sundarban

বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা সহায় হন 'দেবী বনবিবির'।বনবিবি, বনদেবী বা ব্যাঘ্রদেবী একইসাথে হিন্দুধর্মের দেবী ও মুসলিমধর্মের পিরানি রূপে পূজিত হন। দেবী বনবিবির নানান কাহিনী নিয়ে রচিত "বনবিবির পালা"। যা আমার আলোচ্য বিষয়।

## ২|পালার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ঐতিহাসিক কাল থেকেই বাংলার লোকগাঁথা ও লোকসংস্কৃতি বিশ্বের দরবারে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। চণ্ডীমঙ্গল,মনসামঙ্গল,ধর্মমঙ্গল,সত্যপীরের পাঁচালী কিংবা ময়মনসিংহের গীতিকা বিভিন্ন কাব্যের মধ্যে; উপাখ্যানের মাধ্যমে নানান মানবরূপী দেব-দেবীর বা পীর-পীরানির গাঁথা লিপিবদ্ধ করা আছে;মানুষের বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এই কাব্যগুলি এখনো ততটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে।এই 'মানবরূপী

ঈশ্বরের দৈবিক গল্পের কথা' মুখে মুখে গান গেয়ে; এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে ঘুরে ঘুরে শোনাতেন তখনকার দিনে একদল পালাকার সম্প্রদায়রা।তাদের মধ্যে অন্যতম ফকির,পীর,গাজী,বাউল,কীর্তনীয়া ইত্যাদি। ধীরে ধীরে তা লিপিবদ্ধ হয়ে আজকের বইয়ের রূপ ধারণ করেছে। এ সৃষ্টি কোন একজনের সৃষ্টি নয়;বিভিন্ন-সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে-বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টি। তাই নানান রূপক গল্প দিয়ে তৈরি হয়েছে এই মঙ্গলময় কাব্যগুলি। যার বেশিরভাগই অক্ষরবৃত্ত 'পয়ার ছন্দে' লিপিবদ্ধ আছে। তেমনি সুন্দরবনের আঠারোটি অঞ্চলের দেবী 'বনবিবির' বিভিন্ন লৌকিক গাঁথা প্রচলিত যা বনবিবির পালা রূপে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করেন সেখানকার পালাকাররা। "অন্যান্য বিচিত্র সাহিত্য" গ্রন্থের লেখক এর ভাষায়:

'আজও আমার মনে পড়ে শৈশবের সুন্দরবনের কথা শুনেছিলাম গাজী পটের গানে। একজন বৃদ্ধ মুসলমান একটি পট নিয়ে আসতো। একহাতে পটখানি ধরে অপর হাতে লাঠি দিয়ে ছবি দেখিয়ে বৃদ্ধ গান করতেন:

"আরে ভাই, ফকির জীগির হৈল নগরে বাজারে
গাজীর নামে ছিন্নি করে হিন্দু-মুসলমানে।
আরে সুন্দরবনের বাগা-
যমদূত কাল দুধ ডাইনে আর বাঁয়,
মধ্যখানে রইছে বইসা যম রাজর আর মায়!"

এই ভাবেই বিভিন্ন পীর ফকিরের গানের সমাগমে দেবী "বনবিবির জহুরনামা" রচিত হয়েছে।যা বনবিবির পালা রূপে সাধারণ মানুষের কাছে পরিবেশন করেন সেখানকার পালাকাররা। তখনকার পালাগানে মূলত যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো সেই গুলি হল-বাংলা ঢোল বা

ঢাক,বাঁশি,করতাল,শ্রী-খোল,সানাই প্রভৃতি। পরবর্তীকালে হারমোনিয়াম আবিষ্কারের পর এটির ব্যবহার দেখা যায়।

যদিও পালার উপস্থাপনের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না।কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য এবং বিচার-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে,পালাগানের পরিবেশনকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়।

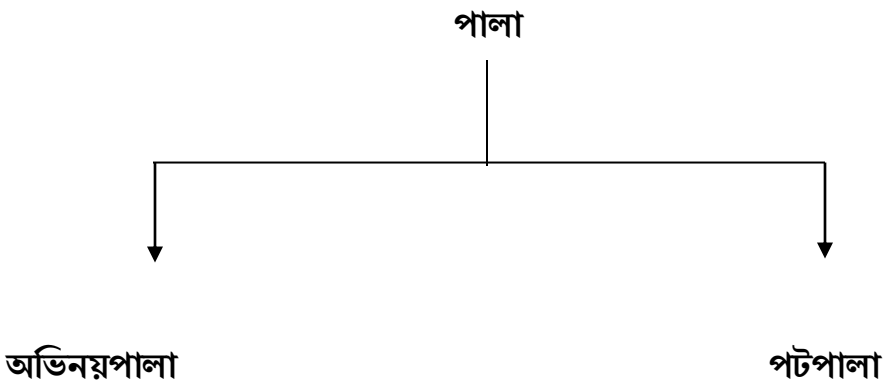

একটি পটপালা;যা শালপাতা বা কাগজে বিভিন্ন দেব দেবীর কাহিনী বর্ণিত 'চিত্র দেখিয়ে','গান করে' তার লৌকিক কাহিনীর কথা বর্ণনা করা।

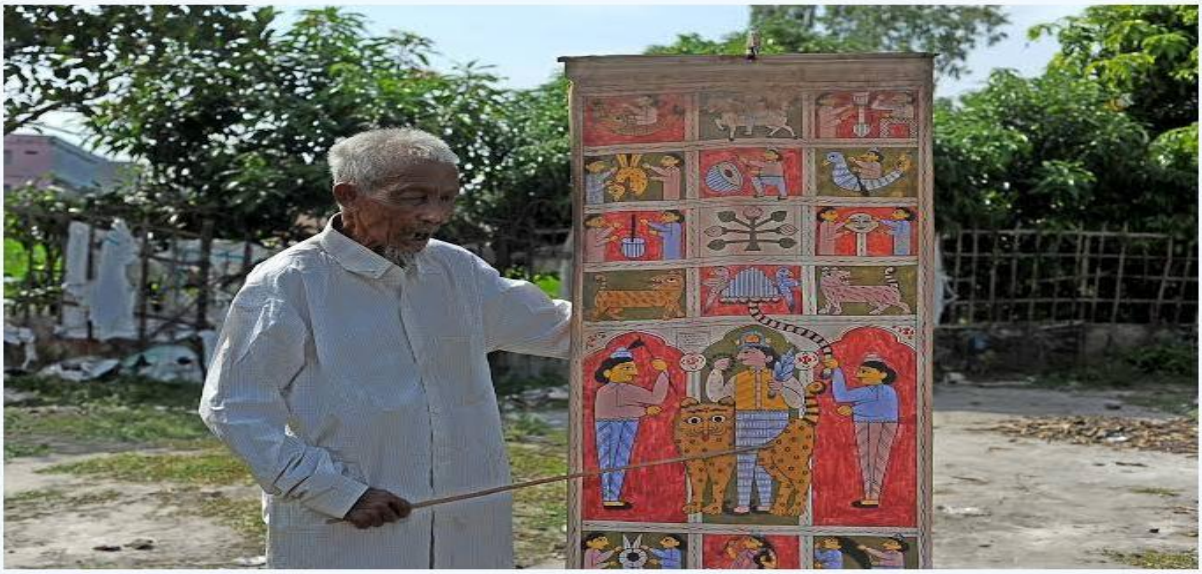

Performance of a drama through Potrait Display (Pot-Pala), Sundarban

আর অপরটি অভিনয় পালা যেটি অনেকটি গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাসের ডিথ্যুরাম্বের পরিবেশনার মত। একদল লোক বিভিন্ন 'বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গান করে' লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করবেন (কোরাস);আরেকদল লোক তার অভিব্যক্তি দিয়ে সেটিকে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলবে নিজের 'অঙ্গাভিনয়ের' মাধ্যমে। এমন একটি বনবিবির পালা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সুন্দরবনের সজনেখালির একটি গ্রামে।

মূলত পাঁচালী সুরে রচিত কাব্যের গল্পের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল মানুষের করুণ আর্তি এবং দেবীর অশুভ শক্তি(তথা দক্ষিণরায়ের) বিনাশের কথা।এবং সমাজে শান্তি স্থাপন করা। ঠিক যেমন মনসামঙ্গল,চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি কাব্যের মধ্যে দেখা যায়। আমার শোনা একটি গানের কয়েকটি লাইন:

*"কাঙ্গালের ও মাতা তুমি বিপদনাশিনী।।*
*আমারও দুঃখেরও মাঝে তরাবে আপনি।।*
*বনবিবি গো।।*
*ও বনবিবি গো।।*
*বনবিবি মাগো তোমার ভরসাতে এলাম।।*
*দুধেভাতে থাকবো সুখে সেলাম দিলাম।।*
*যেন বাঘে ছুয়ে না।।*
*যেন বাঘে ছুয়ে না।।"*

পালার মূল বৈশিষ্ট্য বলতে আমার কাছে যা; তা এই পর্যন্ত সমাপ্ত করলাম।

## ৩|বনবিবির উৎপত্তির ইতিহাস ও ধার্মিক আচার অনুষ্ঠান

দেবী বনবিবির উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে নানা মতান্তর আছে। বনবিবি কালী,চন্ডী,শিতলা,বনদুর্গার, বিশালাক্ষী ইত্যাদি নানান দেবী রূপে পূজিত হন হিন্দুশাস্ত্র মতে। অনেকের মতে,হিন্দুশাস্ত্রে দেবীর সংস্কৃত শ্লোক অনুসারে তার রূপ বর্ণনা খানিকটা এইরকম- 'ভয়ঙ্করী দেবী, যার দৈত্যের মতো চেহারা, জঙ্গলের মধ্যে যিনি বিরাজমান এবং অশুভ শক্তির বিনাশকারিনী ও মানুষের কল্যাণময়ী মা।'এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ আলোকপাত না করে;এর কাব্যিক সৃষ্টির দিকে আলোকপাত করা যাক। "বনবিবির জহুরানামা"(এই গ্রন্থের লেখক কে? সেটি সম্পর্কে নানা মতান্তর আছে।অনেকে মনে করেন দোভাষী পুঁথি কার মোহাম্মদ খানের এবং অনেকের মতে মুন্সি বদরউদ্দিনের রচিত, এছাড়াও আরো অনেক কবির নাম নানান জায়গায় বিদ্যমান।) নামক গ্রন্থে বনবিবির যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে বর্ণিত আছে দেবী মক্কা থেকে আসা ইব্রাহিম ফকিরের মেয়ে (অনেক জায়গায় ইব্রাহীমকে সওদাগরের রূপেও দেখানো হয়েছে)। [পারিবারিক বৃক্ষ]

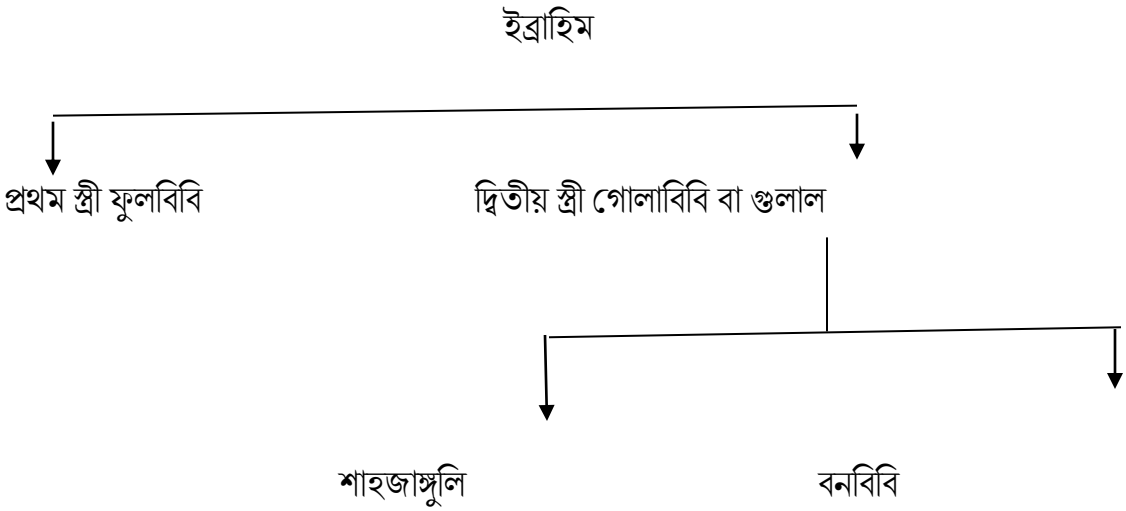

ইব্রাহিমের প্রথম স্ত্রী ফুলবিবি যখন তাকে কোনো সন্তান দিতে পারল না, তখন ফুল বিবির অনুরোধে ইব্রাহিম গোলাবিবি বা গুলাল বিবিকে বিবাহ করলেন। কিন্তু ফুলবিবি তাকে একটি শর্ত দিয়েছিলেন। সেই শর্ত অনুযায়ী সন্তানসম্ভবা গুলাল বিবিকে ইব্রাহিম সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে আসেন।কয়েকদিন পর সেখানে একটি জমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে,প্রসব বেদনা সহ্য না করতে পেরে, গুলাল বিবি মারা যান। সদ্যোজাত শিশু দুটির কান্না শুনে বনের সমস্ত পশুপাখি ও গাছপালা ছুটে আসে তাদের কাছে। তারাই দুই ভাই বোনকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে। শিশু দুটি একটু বড় হলে ছেলে শাহজাঙ্গুলিকে ঘরে নিয়ে যান ইব্রাহিম। একা মেয়ে বড় হয় এক হরিণ মায়ের কাছে। নিবিড় করে চিনে

নেয় এই জঙ্গলের সাদাকালো। বনবিবির বাল্যকাল বিভিন্ন রোমাঞ্চকর কাহিনী সহিত বিজড়িত। "বনবিবির জহুরনামা" বা "বনবিবির কেরামতি" গ্রন্থে তা খানিকটা পাঁচালী কবিতার ছন্দে লিপিবদ্ধ করা আছে:

Banabibi's Tree (Banyan Tree), Sundarban

"বনের হরিণ সব খোদার মেহের।।
হামেশা পালন করে বনবিবির তরে।।
বেহেশতের হুর এসে কোলে কাঁখে নিয়া,
তুষিয়া মায়ের মত ফেরে বেড়াইয়া।।"

অনেক পরে ইব্রাহিম নিজের ভুল বুঝতে পেরে কন্যা বনবিবিকেও ঘরে (মক্কায়) ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সুন্দরবনের প্রায় সব অঞ্চলেই বনবিবি স্থায়ী-অস্থায়ী অনেক মন্দির বর্তমান। মূলত এই মন্দিরগুলি গড়ে উঠেছে বনবাদাড় বা ঝোপঝাড় বা কোন প্রাচীন বৃক্ষ ছায়ার তলে। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে,পয়লা মাঘ দেবী বনবিবির মূল পূজা হয়ে থাকে সুন্দরবন অঞ্চলে। বিভিন্ন জায়গায় দেবীর নানা মূর্তি ও চিত্রের দেখা মেলে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ চিত্র বা মূর্তিতে দেবীর যে রূপটি প্রসিদ্ধি সেটি এইরকম তিনি বাঘের উপর বসে আছেন কোলে একটি ছোট্ট শিশু



From the left side: Dokshinray Banabibi, Dukhe (on Banabibi's lap), Sahajanguli and the Royel Bengal Tiger.

(দু:খে), দেবীর একহাতে দন্ড আর অপর হাতে আশীর্বাদের মুদ্রা, একদিকে তার ভাই গদা হাতে শাহজাঙ্গুলি, আর অপরদিকে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি। আবার অনেক মূর্তির নিচে একটি মুরগির মূর্তি দেখা যায়। মূলত মুরগি ও বাঘ ছিল দেবীর বাহন। জানুয়ারি মাসে মূল পূজা অনুষ্ঠিত হলেও অনেক স্থায়ী মন্দিরে দেবীর নিত্য পূজা হয়ে থাকে। এমন সব ধর্ম সমন্বয়কারী পালা আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ! যেখানে হিন্দু পুরোহিত বা মুসলিম পুঁথি পাঠক ভক্তি ভরে দেবীর জহুরনামাকে প্রণাম করে খই, মুড়ি বাতাসা ফল প্রসাদী শিন্নি এবং পায়েস বা ক্ষীরের প্রসাদ উৎসর্গ করে

দেবীর পুজোয়। পুজো বা হাজত শেষ করে; মায়ের কাছে একটি মোরগ উৎসর্গ করে সেটিকে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।পুজোতে কোন প্রাণী হত্যা করা হয় না বরং বহু মানবিক মাধ্যমে দেবীর আরাধনা করে থাকেন সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীরা। এরপরে জঙ্গলে যাবার জন্য বাওয়ালি, মৌয়াল, জেলেদের নৌকার 'গলুইয়ের' (নৌকার অগ্রভাগ)মাথায় তিনকোনা ছোট্ট লাল রং করা



'Goluui', the ferontal part of a boat in Sundarban (related to Banabibi)

অংশকে ফুলের মালা পরিয়ে, ধুপ জালানো হয়। সুন্দরবনের প্রতিটি নৌকাতে গলুইয়ের মাথার এই অংশটিতে বনবিবির আশীর্বাদ থাকে বলে অতি পবিত্র মানা হয়। এখানে পা দেওয়া সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।এমনই দুটি মন্দিরের ও মূর্তির চাক্ষুষ দর্শন আমার হয় বকখালি ও পাখিরালয়ের একটি গ্রামে।

(ছবি৬)

## ৪|বনবিবির উপাখ্যান

'কাব্যের রূপ ও রীতি' বইয়ের লেখক সহকারি অধ্যাপক, ডা: তাপস অধিকারী মতামত অনুসারে 'আখ্যান' শব্দের অর্থটি নিম্নরূপ:

"'আখ্যান' শব্দের অর্থ মিতআয়তন কাহিনী বা গল্প। কোন আখ্যায়িকা বা আখ্যান বস্তুকে অবলম্বন করে যখন কোন কাব্য রচিত হয়; তখন তাকে আখ্যায়িকা কাব্য বা আখ্যানকাব্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এই জাতীয় কাব্যে একটি কাহিনী আনুপূর্বক বর্ণিত হয়। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে প্রচুর পরিমাণে আখ্যানকাব্য লেখা হয়েছে। মঙ্গল কাব্য গুলির মধ্যে 'মনসামঙ্গল','চন্ডীমঙ্গল','ধর্মমঙ্গল','অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ"

'বনদেবীর উপাখ্যান'ও তাদের মধ্যে অন্যতম। আর এর কাহিনী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা আছে তা হলো 'বনবিবির জহুরনামা'[পৃষ্ঠা: ]। আরবি জহুরা বা হিন্দি জহুর শব্দের অর্থ 'কৃতিত্ব' বা 'অলৌকিক শক্তি' আর ফারসি 'নামহ্'শব্দের অর্থ হল 'পুস্তক' বা 'পুঁথি'। 'সত্যপীরের পাঁচালী', 'মনসামঙ্গল', 'চন্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গলের' মতই 'বনবিবির জহুরনামা' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উপাখ্যান রূপে গন্য বলে আমার ধারণা। এই গ্রন্থ টির মধ্যে 'মঙ্গলকাব্যের' নানান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূলত এটি চারটি খন্ডে

বিভক্ত। [খন্ড গুলির দৃশ্য আকারে সজ্জিত] প্রথমে দেবীর বন্দনা (পূর্বে আমার শোনা বন্দনা গান।)[পৃষ্ঠা: ]

দ্বিতীয় অংশে কাব্যের 'রচনাকাল'ও'কবি পরিচিতিতে' রচনাকাল সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন:

"বার শত সাতাশী সাল কার্তিক মাহার
সাত তারিখে বাত আছিল জুম্মার
মোহাম্মদ খাতের কহে দীনদার সবে
দোষ খাতা ভুলচুক নাহিক ধরিবে।"

অর্থাৎ গ্রন্থটি ১২৮৭ সালে,কার্তিক মাসের ৭ তারিখে,জুম্মার ফকির মোহাম্মদ খাত, প্রচলিত বনবিবির নানান লোকগাথার মধ্যে কোন একটির সংকলন করে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন।(প্রচলিত বনবিবির নানান লোক গাঁথা একটি বলার অর্থ;এই লেখক সম্পর্কে নানা মতভেদ আছে!) [পৃষ্ঠা: ]

এরপর আসা যাক তৃতীয়টিতে; 'নরখন্ড' অর্থাৎ দেবীর মনুষ্যরূপ এর উৎপত্তি। এটির সম্পর্কেও পূর্বে আমি 'বনবিবির ইতিহাস ও বর্ণনা' নামক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

এবং শেষখন্ড 'দেবখন্ড'; যেখানে রয়েছে মনুষ্য থেকে দেবীরূপে অশুভ শক্তির বিনাশ কথা। এইটি কাব্যের 'মূল লোকগাঁথা'। এই কাহিনীটির ওপর ভিত্তি করেই মূলত 'দেবী বনবিবির পালা' পরিবেশিত হয়ে থাকে সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জে। বনবিবি এবং শাহজাঙ্গুলি মক্কায় পিতা ইব্রাহিম এর গৃহে বড় হতে থাকে। এদিকে তাদের পূর্বের বাসস্থান; সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের সব প্রাণীরা ভাটি রাজ দক্ষিণরায়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।তাদের অনুরোধে এবং এক দৈববাণীর আহ্বানে বনবিবি এবং তার ভাই শাহজাঙ্গুলি সুন্দরবনে আবার ফিরে

আসেন। দক্ষিণরায় প্রতাপশালী যোদ্ধা ও বাঘেদের দেবতা।বনবিবির পুঁথিতে তাঁর বর্ণনা এই রূপ:

"এখানে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর
নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।"

অল্প কিছুদিনের মধ্যে কয়েকটি ভাটি বনবিবির অধীনতা স্বীকার করে। দক্ষিণরায় তাঁর এই অধিপত্য সহ্য করতে নারাজ! তিনি বনবিবির বিরুদ্ধে সমর আয়োজন করতে লাগলেন।কিন্তু পুরুষ হয়ে নারীর সঙ্গে কি করে যুদ্ধ করবেন? শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের মাতা নারায়নীকে বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। যুদ্ধে নারায়নী পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। এই সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

অতীতে আছে এই সময় বরিজহাটিতে ধনাই ও মনাই নামে দুই মৌয়াল ভাই বাস করত। তারা একবার সপ্তডিঙা সাজিয়ে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহ করতে যায়। সঙ্গী করে নিয়ে যায়; এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র দুঃখে কে। (ছবি৭)দক্ষিণরায়ের পূজা না দিয়েই তারা বনের ভেতর প্রবেশ করে।তিনদিন-তিনরাত্রি পর সপ্তডিঙা গড়খালি নদীতে পৌঁছলে দক্ষিণরায় বাঘ রূপে এসে তাদের কাছে নরবলির দাবি করেন। কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তারা দুঃখেকে দক্ষিণরায়ের হাতে পূজা স্বরূপ তুলে দিয়ে,জঙ্গল ছেড়ে চলে গেলে। দুঃখে এহেন বিপদের মধ্যে মা বনবিবি কে স্মরণ করল।

"কহ মা বনবিবি কোথায় রইলে এই সময়,

জলদি করে এসে দেখো তোমার দুঃখে মরা যায়।

কারার দিয়েছো মাগো যদি না পালিবে,

ভাটি মধ্যে তোমার কলঙ্ক রয়ে যাবে।"

দুঃখের করুন ক্রন্দনে বনবিবি সাড়া দিলেন। বনবিবি দুঃখের জীবন রক্ষার্থে দক্ষিণ রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এইভাবে দুঃখের জীবন রক্ষা পেল। বনবিবির আশীর্বাদে দু:খের অনাথিনী বিধবা মায়ের অন্ধত্ব ও বধিরত্ব ঘুচে গেল। দুঃখে বহু সম্পত্তির মালিক হল। ধনাই এর মেয়ে চম্পার(বনবিবির কন্যা রূপেও বহু জায়গায় চম্পার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নিয়ে নানা মতবাদ প্রচলিত।) সঙ্গে তার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হল। সেই অবধি বনবিবি,বনদেবতা বা মানস সুন্দরী বনদুর্গা রূপে পূজিত হতে লাগলেন। পুঁথিতে আরও আছে,সুন্দরবনের আরেক দেবতা গাজী শাহ্ ও বনবিবির বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এটিই "বনবিবির জহুরনামা"পুঁথির সারাংশ মূলত এই অংশটিকেই পালাকারেরা পটপ্রদর্শন বা অভিনয়ের মাধ্যমে গান গেয়ে দর্শকের সামনে পরিবেশন করেন।

## ৫| লেখকের কথা

উপরের উল্লেখিত বিষয়টি একনজরে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।(আমি) সংক্ষিপ্ত আকারে তার একটি বৃত্তান্ত দিচ্ছি।২০১৫ সালে কাছাকাছি সময়,আমি একবার সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে নৈশভোজের আগে আমি একটি নাচ-গানের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম(যাকে পারফরম্যান্স বলা যায়।)। যে মুহূর্তে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমার অধ্যাপক ডা:বিপ্লব বিশ্বাসের কাছে পেলাম।অদ্ভুতভাবে সেই পুরনো স্মৃতিগুলি, আমাকে সাহায্য করতে লাগলো। পালা সম্পর্কিত বিশেষ কিছু তথ্য আমার দেখা এবং শোনা ঘটনার বর্ণনা মাত্র। সাহিত্য কিভাবে দুই ধর্মের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করেছে তা 'বনবিবির

জহুরনামা'গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি। অঞ্জন দত্তের অভিনীত একটি চলচ্চিত্রের একটি বিখ্যাত সংলাপের কথা মনে পড়ছে"ধর্ম কি? ধর্ম মানে মন্দির, গির্জা, মসজিদ বিভিন্ন স্থাপত্য। ধর্ম মানে বিভিন্ন মন্দিরের গায়ে খোদাই করা ডিজাইন!ধর্ম মানে গীতা,বাইবেল, কোরান ,রামায়ণ,মহাভারত বিভিন্ন সাহিত্য। এক কথায় ধর্ম মানে আর্ট।"কথাটির অর্থ যে কত গভীর তাই একটু ভাবলেই বোঝা যায়। ২০১৯ সালে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে,সুন্দরবনের হিন্দু মুসলিম দুই ধর্মের মানুষের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম। তাদের কথার মধ্যে থেকে উঠে আসছিল বনবিবির নানা উপাখ্যান। এবং দুই ধর্মের উপাখ্যানের মধ্যে একই মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম বারবার। বকখালি মন্দিরের পুরোহিতের কথায় "দেবী সবার, যে তাঁকে যেই নামে স্মরণ করে"। আবার পালাকার বিভূতি মন্ডলের বক্তব্য"দেবী হিন্দু না মুসলিমের এই নিয়ে বেশি তর্ক বিতর্কে আমরা যায় না!দেবীর নানা লৌকিক কাহিনী আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ"এমন মন্তব্য করেন তিনি। বনবিবির পালা সম্পর্কে 'বনবিবির জহুরনামা'ছাড়া আর অন্য কোন গ্রন্থে একত্রিত ভাবে এইরকম তথ্য আলোচনা করা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। মূলত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বনবিবির উপাখ্যান একটি অন্যতম সাহিত্য সৃষ্টি।আমি বিভিন্ন বই, বনবিবির জহুর নামা এবং বিভিন্ন ব্লগ ও জার্নালের সাহায্য নিয়ে আমার তথ্য আলোচনার কাজটি এখানেই সমাপন করলাম পাঠকদের কাছে। আমার যদি কোন ভুল ত্রুটি থেকে থাকে তবে নিজ গুনে ক্ষমা করবেন। এই কাজটি করতে বিশেষ সহায়তা করেছে বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবনের গবেষক ছাত্র শ্রী নবেন্দুকীরন দেবনাথ ও মনিপুরী বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সুচিস্মিতা সরকার। পূর্বে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় নাই বলে আমি দুঃখিত।

**৬| তথ্যসূত্র ও চিত্রসূত্র**

**বই ও জার্নাল**

ক) বনবিবির জহুরনামা

খ) যশোর খুলনার ইতিহাস প্রথম খন্ড----সতীশ চন্দ্র মিত্র----১৩২১

গ) সুন্দরবনের ইতিহাস----এ.এফ. এম.আব্দুল জলিল----২০০০

ঘ) বনবিবির উপাখ্যান ---- বরেন গঙ্গোপাধ্যায়----১৯৭৮

ঙ) বনবিবির উপাখ্যান:সুন্দরবনের লোকায়ত পুরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান---- গৌতম কর----২০১৮।

চ) অন্যান্য বিচিত্র সাহিত্য( সপ্তম অধ্যায়)প্রবন্ধ।

ছ) উইকিপিডিয়া।

জ) কৌলাল পত্রিকা----"সুন্দরবনের বনবিবিহুজুর নামা"----ড: তিলক পুরকায়স্থ ২০১৯।

ঝ) বাংলাপিডিয়া----' বনবিবির জহুর নামা'----ওয়াকিল আহমদ ২০১৪।

ঞ) আনন্দবাজার পত্রিকা---- 'রাখে বনবিবি মারে কে'----২০১৭।

ট)Walk update blog----' সুন্দরবনের মৌয়াল দের সাথে মধু সংগ্রহের অভিযান'----২০১৯।

ঠ)Bangla News 24- - 'বিশ্বাসে বটে বনবিবির বাস'-জাকারিয়া মন্ডল ২০১৬।

ড) মঙ্গল কাব্যের কিছু ব্লগ।

ঢ) পালাকার বিভুতি মন্ডলের কথা।

ণ) বকখালি বনবিবি মন্দিরের পুরোহিতের কথা।

চিত্রসূত্র

১| **ইন্টারনেট**

২| **ইন্টারনেট**

৩| **ইন্টার নেট**

৪| **ইন্টারনেট**

৫| **ইন্টারনেট**

৬| **ইন্টারনেট**

৭| **ইন্টারনেট**

**৮| ইন্টারনেট**

**৯| ইন্টারনেট**

**লেখক : সার্থক রায়**

**পরিচিতি : জন্ম ২৮ শে জুন,১৯৯৫**

**বিষ্ণুপুর,বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটক ও নাট্যকলা বিষয় নিয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্য কলা বিভাগের স্নাতকোত্তর অন্তিম বর্ষের ছাত্র। এছাড়াও বিভিন্ন কলকাতার বিভিন্ন নাট্য দলের সাথে যুক্ত।**